উন্নয়ন বিষয়ক ত্রৈমাসিক

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৭
সংখ্যা ৪
অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

জাতীয় কৃষি দিবসের ভাবনা

ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত জাতি গঠনের জন্য সর্বাগ্রে প্রয়োজন কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন

(বাঁয়ের ছবিতে) ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্র আয়োজিত কৃষিদিবস ও কৃষিক্যাম্পে গ্রামীণ মহিলাদের মাঝে শাকসবজির বীজ বিতরণ করছেন ঘাসফুল পল্লী তথ্যকেন্দ্রের কর্মীরা। (ডানের ছবিতে) কৃষি দিবসের আলোচনাসভায় ঘাসফুল টপ-পরিচালক মফিজুর রহমানসহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ।

"কৃষিই-সমৃদ্ধি" "কৃষিই-প্রগতি" কৃষিই আমাদের জাতীয় অর্থনীতির প্রধান চাবিকাঠি। কৃষি ও কৃষককে বাদ দিয়ে বাংলাদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য কোন কিছু সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা অর্জনের জন্য ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের দারিদ্র্যের হার অর্ধেকে নামিয়ে আনতে হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। কৃষি দিবসকে ঘিরে দেশের বিভিন্ন স্থানে আয়োজিত আলোচনা সভায় বক্তারা উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। গত ১ অগ্রহায়ণ ১৪১৫ সাল (১৫ নভেম্বর ২০০৮) সারাদেশব্যাপী প্রথম বারের মত পালিত হয়ে গেল জাতীয় কৃষি দিবস ২০০৮। ১৯৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল তারিখে মোঘল সম্রাট আকবরের সিংহাসন আরোহনের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য (৭ম পৃষ্ঠার লেখুন)

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সমাজের সকলের প্রতি এগিয়ে আসার আহ্বান

চট্টগ্রাম জেলার ২য় প্রতিবন্ধী মেলা সম্পন্ন

প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে সমাজের সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বানের মধ্যে দিয়ে চট্টগ্রাম জেএমসেন হল মাঠে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল চট্টগ্রাম জেলার ২য় প্রতিবন্ধী মেলা। "সবার জন্য মর্যাদা ও ন্যায় বিচার" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে গত ৩ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও এই দিবসটি পালিত হয়। আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস পালন উপলক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে ব্যাপক কর্মসূচী পালন করা হয়। কর্মসূচী সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল চট্টগ্রাম বিভাগীয় ২য় প্রতিবন্ধী মেলা উদযাপন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত দিন ব্যাপী প্রতিবন্ধী মেলা ও সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হালিমা আখতারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মেলার উদ্বোধনী পর্বে আরো উপস্থিত ছিলেন প্রীন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান (৫ম পৃষ্ঠার লেখুন)

যথাযথ মর্যাদা এবং ভাবগাম্ভীর্যের মধ্যে দিয়ে

মহান বিজয় দিবস পালিত

অতিথিদের কাছ থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন ঘাসফুল শিক্ষার্থী শারমিন আক্তার রিমা

৫৫ হাজার বর্গমাইলের আমাদের এই সবুজ দেশের মানুষের জন্য সবচেয়ে আনন্দের দিন হচ্ছে ১৬ ডিসেম্বর। আজ থেকে ৩৭ বৎসর আগে, ১৯৭১ সালের এই দিনে বিশ্বের মানচিত্রে যুক্ত হয়েছিল নতুন একটি স্বাধীন- সার্বভৌম দেশ, বাংলাদেশ। এই দিনে উদয় হয়েছিল বাঙ্গালীর হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সূর্য। বিজয়ের এই মাহেন্দ্রক্ষণে আজও আমরা শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করি জাতির হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ সন্তান ৩০ লাখ শহীদ ও ৩ লাখ মা বোনের ত্যাগের মহিমার কথা। "আমরা তোমাদের ভুলিনি - ভুলবোনা" এই দীক্ষায় দিক্ষিত হয়ে স্বাধীনতার ৩৭তম বার্ষিকীতে পুরোজাতি আবারো শ্রদ্ধায় মাথানত করেন মহান মুক্তিযুদ্ধের বীর ও বীরাঙ্গণাদের প্রতি। সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবাধিকার সংগঠন সমূহ যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে এই দিবসটি পালন করেছে। ২০০৮ মহান বিজয় দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে দেশের অন্যান্য স্থানের ন্যায় চট্টগ্রামেও ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। জেলা প্রশাসন, চট্টগ্রাম কর্তৃক আয়োজিত চট্টগ্রাম এম. এ. আজিজ স্টেডিয়ামে যুব ও শিশু- (৭ম পৃষ্ঠার লেখুন)

প্রতিটি শিশুর জন্মগত অধিকার

পোলিও টিকা প্রতিটি শিশুর জন্মগত ও নাগরিক অধিকার। ১৯৮০ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী পোলিও নির্মূল কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও পোলিও নির্মূলে ব্যাপক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। অতীত ধারাবাহিকতা অনুসরণে "বাংলাদেশকে পোলিও মুক্ত রাখুন" এই মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে গত ২৯ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে সারাদেশ ব্যাপী পালিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ঘোষিত ১৭তম জাতীয় টিকা দিবসের ১ম রাউন্ড। এই উপলক্ষ্যে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন ঘাসফুল প্রধান কার্যালয় সহ নগরীর ৩০ নং ওয়ার্ডে সেবক কলোনী, ২৭ নং ওয়ার্ডে বেপারী পাড়া এবং বক্সার কলোনী, (২য় পৃষ্ঠার লেখুন)

পিকেএসএফ ঋণ তহবিল

ঘাসফুল ২০০৪ সাল থেকে পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা হিসাবে কারিগরী ও আর্থিক সহযোগিতা গ্রহণ করে আসছে। এরই অংশ হিসাবে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত গ্রামীণ, নগর, ক্ষুদ্র উদ্যোগী, দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও অতিদরিদ্র খাতে সর্বমোট ১৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকার ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে। বিপরীতে ৩ কোটি ১২ লক্ষ ২৬ হাজার ৬৬৭ টাকা ফেরত প্রদান করে। ঘাসফুল বরাবর পিকেএসএফের ঋণ স্থিতির পরিমাণ ১০ কোটি ২৮ লক্ষ ৭৩ হাজার ৩ শত ৩৩ টাকা।

ঘাসফুল সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রম

আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে কর্মএলাকার নারীদের সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারী ক্ষমতায়ন অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ঘাসফুল দেশের ৫ টি জেলায় ক্ষুদ্র ঋণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। নিম্নোক্ত ছকে ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮' পর্যন্ত সংস্থার সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের তথ্য সমূহ দেখানো হলো:

বিষয়	সদস্য	ঋণী সদস্য	সঞ্চয় স্থিতি (টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ বিতরণ(টাকা)	ক্রমপুঞ্জীভূত ঋণ আদায় (টাকা)	ঋণ স্থিতি (টাকা)
নগর ক্ষুদ্র ঋণ	১৭৯৯২	১৩৮৭৭	৬৮৪৭৫৩৫১	১০৮৭৮৯৯০০০	৯৮৭২২৮৯২০	১০০৬৭০০৮০
গ্রামীন ক্ষুদ্র ঋণ	৯৩১৭	৭৪৯৬	১৪৪৪৯৮৫৫	১৯০৯২২০০০	১৪৯২৭৬৮২১	৪১৬৪৫১৭৯
ক্ষুদ্র উদ্যোগী ঋণ	১৭৭০	১৫৬৫	২৮৪৮০৮১৬	১৮২৩১৫০০০	১৪০৯১২৭৪৮	৪১৪০২২৫২
দৈনিক ঋণ	২৮৫৮	১৭৮৬	১০৯৫৬১৬৩	১০৩২১১৪০০	৮৬৭২২৩৫৬	১৬৪৮৯০৪৪
দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা ঋণ	---	---	---	৪৩৯২০০০	৪০৩৯৫২২	৩৫২৪৭৮
অতি দরিদ্র ঋণ	১৯৯	১৮০	৯৩৭৮৬	৯১৮০০০	৬০২৯০৭	৩১৫০৯৩
কৃষি ঋণ	১০	---	২০০	---	---	---
সর্বমোট	৩২১৪৬	২৪৯০৪	১২২৪৫৬১৭১	১৫৬৯৬৫৭৪০০	১৩৬৮৭৮৩২৭৪	২০০৮৭৪১২৬

শিক্ষাঙ্গণ সংবাদ

ঘাসফুল উপ-আনুষ্ঠানিক এবং এডুকেয়ার স্কুলের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক পরীক্ষা সম্পন্ন

উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্পের আওতায় উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের পরিচালনায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা সমূহে ২২ টি এনএফপিই (নন ফরমাল প্রাইমারী এডুকেশন) এবং পটিয়া উপজেলায় ১৫ টি ইএসপি (এডুকেশন সাপোর্ট প্রোগ্রাম) স্কুল পরিচালিত হচ্ছে। গত ২২ নভেম্বর ২০০৮ তারিখ হইতে অনুষ্ঠিত এনএফপিই স্কুলের ৫ম শ্রেনীর ৩১৯ জন শিক্ষার্থী এবং ব্র্যাকের সহযোগিতায় পরিচালিত ইএসপি স্কুলের ৩য় শ্রেণীর ১৫০জন শিক্ষার্থী বার্ষিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছে। ২০০৮ সালে ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ১৪৩ জন শিক্ষার্থী প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করে।

ঘাসফুল আর্ট স্কুলের উদ্যোগে চিত্র প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ

শিশুদের মাঝে সৃজনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঘাসফুল আর্ট স্কুলের উদ্যোগে এবং চিত্রশিল্পী শওকত জাহানের পরিচালনায় গত ১৭-১৯ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে ৩ দিন ব্যাপী শিশুদের অংকিত ছবির প্রদর্শনী এবং শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ১ম, ২য় ও ৩য় পুরস্কার লাভ করেন শিশুশিল্পী সাফায়েত জামিল চৌধুরী, ওয়াসেফ হোসেন, বারজিস আনিসা (ফাগুন) ও মোহাইসিম আল হোসাইন। অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকল শিশুর মাঝে সুষ্ঠ ও সৃষ্টিশীল প্রতিযোগিতার প্রতি মনোবৃদ্ধি করার জন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহনকারী সকল শিশুর মাঝে উৎসাহ পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পোলিও টিকা

(১ম পৃষ্ঠার পর) ১৪ নং ওয়ার্ডে মুনতাহা ফার্মেসী কেন্দ্রে এবং স্বদেশী ক্লাব প্রাঙ্গণে পরিচালিত শিবিরের মাধ্যমে ৩১৫৮ জন শিশুকে পোলিও টিকা এবং ২৭৯০ জন শিশুকে ভিটামিন 'এ' ক্যাপসুল খাওয়ানো হয়। কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা এবং ধাত্রীগণ উপস্থিত ছিলেন।

স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনে কৃমি নিয়ন্ত্রনের কোন বিকল্প নেই

স্বাস্থ্যবান জাতি গঠনের জন্য প্রয়োজন শিশু স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া। আমাদের দেশের বিশেষ করে বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ শিশু স্বাস্থ্য ও পুষ্টিহীনতার শিকার। অভিভাবকদের অসেচতনতা এবং দারিদ্রের কারণে শিশু স্বাস্থ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি অনুসরণ করা বা মেনে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। অবহেলায় ও অপরিচ্ছন্ন পরিবেশে শিশুরা বড় হতে থাকে। যার ফলে আমাদের ভবিষ্যত নাগরিক শিশুরা নানা ধরণের স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হচ্ছে। এর অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে শিশুদের শরীরে

ঘাসফুল আয়োজিত কৃমি নিয়ন্ত্রণ দিবসে বঞ্চিত শিশুদের মাঝে কৃমিনাশক ঔষধ বিতরণ করছে ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টারের সদস্যরা

কৃমির নিয়ন্ত্রনহীনতা। এই বাস্তবতার প্রেক্ষিতে গত ১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল প্রথম জাতীয় কৃমি নিয়ন্ত্রণ দিবস। এই দিবসটি উদ্‌যাপন উপলক্ষে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডের ৬-১২ বৎসর বয়সের প্রায় ২৫০০ জন স্কুলগামী শিশুকে কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়। ঘাসফুল গণকল্যাণ স্কুলের শিশুদের ঔষধ খাওয়ানোর মধ্যে দিয়ে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। এরপর পর্যায়ক্রমে কদমতলী, মাইল্লার বিল, সেবক কলোনী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুল, আব্দুল বাতেন কেজি স্কুল, পশ্চিম মাদার বাড়ী প্রাইমারী বালিকা বিদ্যালয় ১ ও ২ এবং পূর্ব মাদারবাড়ী প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়ের শিশুদের কৃমিনাশক ঔষধ খাওয়ানো হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এর সহযোগিতায় পরিচালিত উক্ত কার্যক্রমে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, আনজুমান বানু লিমা এবং ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল হুমায়রা কবির চৌধুরী সহ ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ, ঘাসফুল এডোলোসেন্ট সেন্টার ও কৈশোর মঞ্চের সদস্যরা।

ঘাসফুল বার্তা

সম্পাদকীয়

বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

সমন্বিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাতীত
এইডস মুক্ত জাতি গঠন সম্ভব নয়

এইডস এমন একটি রোগ, যে রোগের নিশ্চিত পরিণতি অকাল মৃত্যু। চিকিৎসা বিজ্ঞানের আকাশচুম্বী সফলতার মাঝেও এইচআইভি ভাইরাস মানব জাতির জন্য এক ভয়াবহ হুমকীরূপে আর্বিভূত হয়েছে। এমন কোন টিকা বা ভ্যাকসিন এখনো আবিস্কৃত হয়নি যা এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমনের হাত থেকে মানব জাতিকে রক্ষা করতে পারবে। তাই সমন্বিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাতীত এইডস মুক্ত জাতি গঠন সম্ভব নয়, এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। দেশের শতভাগ জনগোষ্ঠীর মাঝে এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমনের কারণ এবং প্রতিকার সম্পর্কে সচেতনতামূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। তথাপিও ২০০৮ সালের শেষ প্রান্তের পরিসংখ্যান আমাদের আবারো আতংকিত করে তুলেছে। সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী দেশে এইচআইভি জীবাণু বহনকারী রোগীর সংখ্যা ১৪৯৫ জন, এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৪৭ জন এবং এই পর্যন্ত এইডস আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন ১৬৫ জন। আরো ভাবনার বিষয় হলো বাংলাদেশে ২০০৮ সালে এইডস রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়ার পরিমান আগের বছর গুলোর তুলনায় বেশী। তাই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও সংস্থা সমূহ এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছে যে, দেশে এ যাবত পরিচালিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম নিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তোলার কোন অবকাশ নেই। গত ১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে বিশ্ব এইডস দিবস পালন উপলক্ষ্যে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা ও সেমিনার সমূহ থেকে এইডস প্রতিকার ও প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম সমূহ আরো জোরোলো করার আহ্বান জানানো হয়। উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে ২০০৮ সালের জানুয়ারী-ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত চট্টগ্রাম সহ দেশের ৫ টি জেলায় পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের ৩২ হাজার ১ শত ৪৬ জনেরও অধিক উপকারভোগী সদস্যদের মাঝে এইডস বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এর পাশাপাশি ঘাসফুল এইডসের জন্য অধিক ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী পোশাক কারখানার শ্রমিকদের মাঝে বিভিন্ন রকম কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। ইপসা কনসোর্টিয়াম কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন হাসাবের সহযোগিতায় ঘাসফুল পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ভিডিও শো প্রদর্শন ও পোশাক কারখানার শ্রমিকদের মাঝে এলএসই (লাইফ স্কিল এডুকেশন) কার্যক্রম পরিচালনা। বিগত ৩ মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর) ঘাসফুলের উদ্যোগে ৩০০ টি শোতে ৫৩৭৭ জন মহিলা ও ৬৪৩ জন পুরুষের মাঝে ভিডিও শো প্রদর্শন করা হয়। এবং ৬ টি পোশাক শিল্প প্রতিষ্ঠানে ৭৫ ব্যাচে ২৩৭ জন পুরুষ শ্রমিক ও ৮৮৮ জন মহিলা শ্রমিকের মাঝে এলএসই কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ সমূহে এই ধরনের সচেতনতা মূলক কর্মকান্ড যথেষ্ট সুফল বয়ে নিয়ে এসেছে। ২০০৮ সালে সারাবিশ্বব্যাপী এইডস আক্রান্ত রোগীর হার অন্যান্য বছরগুলোর তুলনায় খুবই কম ছিল। তাই বর্তমান বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারে আশান্ত হয়েছেন যে মানব সম্প্রদায়কে এইডস বিষয়ক সচেতনতামূলক কার্যক্রমের আওতায় আনা অসম্ভব কোন বিষয় নয়। এর জন্য প্রয়োজন প্রতিটি দেশের স্ব-স্ব সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় অনুভূতিসমূহকে বিবেচনায় রেখে সমন্বিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা।

বার্ড ফ্লু
আমাদের যা জানতে-বুঝতে ও করতে হবে

খুবই সাম্প্রতিক কালে আমাদের দেশের বিশাল একটি জনগোষ্ঠীর জীবন জীবিকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া এক চোরা আতংকের নাম বার্ড ফ্লু (এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা)। এটি একটি ভাইরাস জনিত ছোঁয়াছে রোগ। যা সাধারণত হাঁস-মুরগী ও বিশেষ করে জলচর পাখির (অতিথি পাখির) মধ্যে দেখা যায়। বার্ড ফ্লুতে আক্রান্ত হাঁস-মুরগীর মৃত্যুর বিষয়টি খুবই স্বাভাবিক। তবে জলচর পাখি কোন লক্ষণ প্রকাশ ছাড়াই এ রোগের ভাইরাস বহন করতে পারে। পাখি ছাড়াও কুকুর, বিড়াল বাঘ প্রভৃতি প্রাণীতে এ রোগ সংক্রমনের উদাহারণ আছে। পাখির মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায় বলে এটিকে বার্ড ফ্লু বলা হয়। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক অফিস কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য হতে জানা যায় ১৯৯৬ সাল থেকে এ পর্যন্ত বিশ্বের ৬৬ টি দেশে বার্ড ফ্লুর সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত তথ্য হতে আরো জানা যায় উনবিংশ শতাব্দীতে সারা পৃথিবী ৩ বার এই ধরনের ফ্লু (জ্বর) দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। যা ১৯৬৮ সালে পরিচিতি পায় "হংকং ফ্লু", ১৯৫৭ সালে পরিচিতি পায় "এশিয়ান ফ্লু" এবং ১৯১৮ সালে পরিচিতি পায় "স্প্যানিশ ফ্লু" নামে। গত শতাব্দীতে বাংলাদেশে এই ধরনের কোন মহামারীর সন্ধান পাওয়া যায়নি তাই স্বাভাবিক ভাবেই সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞবৃন্দ নিশ্চিত হয়েছেন যে অতিথি পাখি অথবা বাইরের দেশ থেকে আমদানীকৃত মুরগী বা ডিমের মাধ্যমে আমাদের দেশে এ রোগের বিস্তার ঘটেছে। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার বিচারে এ রোগের প্রাদুর্ভাবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে দেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী। আমাদের দেশের গ্রামীন জনগোষ্ঠীর পুষ্টি এবং আর্থিক আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস হচ্ছে হাঁস, মুরগী ও গবাদি পশু পালন। এর মধ্যে মুরগী হচ্ছে আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ জনগোষ্ঠীর জন্য অন্যতম প্রধান সুস্বাদু খাদ্য উপাদান। যদিও দেশের পোলট্রি শিল্প বিকাশের সাথে সাথে মুরগীর বাজার দর পুষ্টি চাহিদার অন্যান্য উৎস সমূহের তুলনায় খুব একটা বাড়েনি। তথাপি আমাদের দেশে এখনও মুরগীর মাংস ও ডিমের জনপ্রিয়তা আকাশচুম্বী। আবার দেশের সমষ্টিক অর্থনীতির বিচারে পোলট্রি শিল্প দেশের জিডিপি আয়েও বড় ভূমিকা রাখছে। প্রকৃতির অস্বাভাবিক আচরণের কারণে ২০০৭ সাল ছিল বাংলাদেশের জন্য একটি প্রাকৃতিক দূর্যোগের বছর। দু দফা বন্যা এবং ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় সিডর এর আঘাতে ক্ষত বিক্ষত দেশের উপর নতুন করে দেখা যায় মহামারী ভাইরাস এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা। ২০০০ সালের শুরুর দিকে বাংলাদেশ একবার বার্ড ফ্লু দ্বারা আক্রান্ত হলেও নতুন করে ২২ মার্চ ২০০৭ সালে সাভারের নিকট একটি ব্রিডিং খামারে এর প্রার্দুভাব দেখা যায়। এ রোগের বিস্তার রোধে ২০০৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত দেশের ৫৪৮ টি খামারের ১৬,৩৭,৬০৬ টি মুরগী এবং ২২ লাখ ডিম ধ্বংস করা হয়। যা দেশের অর্থনীতির জন্যও মারাত্মক হুমকী। পোলট্রি শিল্পের অনেক তরুণ উদ্যোক্তাকে পথে বসতে হয়েছে। সবশেষে ২০০৮ সালের মে মাসে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা দ্বারা মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পরেই মূলত সরকারের পশু সম্পদ অধিদপ্তর মুরগী ও ডিম নিধনের কার্যক্রম জোরালো ভাবে শুরু করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পশু সম্পদ অধিদপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল জনাব সুনীল চন্দ্র ঘোষ বার্ড ফ্লু বিষয়ক সেমিনারে বলেন "বার্ড ফ্লুর" জীবাণু বহনকারী ভাইরাস এর সাথে স্প্যানিশ ফ্লুর মিল খুঁজে পাওয়াতেই আমরা বাধ্য হয়েই মুরগী নিধনের এই কার্যক্রমে নেমেছি।" স্প্যানিশ ফ্লু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তখন সারা পৃথিবী জুড়ে ২০-৪০ লক্ষ মানুষ মারা যায়। পশু সম্পদ অধিদপ্তরের এই পদক্ষেপ সত্যিই প্রশংসনীয়। সবার উপর মানুষ সত্য তাঁহার উপরে নাই। আবার এটিও প্রমাণিত সত্য বার্ড ফ্লু দ্বারা আক্রান্ত হাঁস -মুরগীর মাংস ও ডিম মানব স্বাস্থ্যের জন্য হুমকির কোন বিষয় নেই। এখন প্রয়োজন শুধু আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কিছু অভ্যাস পরিবর্তন করে নেওয়া। যেমন- হাঁস-মুরগী জবাই করার পর হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নেওয়া, শিশুদেরকে হাঁস মুরগী থেকে দূরে রাখা, আধা সিদ্ধ ডিম না খাওয়া, হাঁস-মুরগীর মাংস ৮০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় সিদ্ধ করা, নিজের গৃহপালিত পশু পাখি সমূহকে অতিথি পাখির বিচরণের ক্ষেত্রে যেতে না দেওয়া ইত্যাদি। জনগনের মাঝে এই সচেতনতাগুলো বৃদ্ধি করা গেলে এবং চোরাই পথে মুরগী ও ডিম আমদানি বন্ধ করা গেলে বার্ড ফ্লু নামক রোগটি আমাদের জন্য ভবিষ্যতে কোন ধরনের হুমকীর কারণ হবে না। এখন প্রয়োজন শুধু মানুষের সচেতনতা তৈরী করার। আর এই কাজে পশু সম্পদ অধিদপ্তরের পাশাপাশি সরকারেরর অন্যান্য বিভাগ যেমন স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, গ্রামের স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, সুশীল সমাজ, এনজিও প্রতিনিধিসহ উন্নয়ন কর্মীদেরকে এই কাজে সংযুক্ত করতে হবে। ফেনী জেলা পশু সম্পদ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা জনাব আমির হোসেন ফেনী জেলায় ঘাসফুল আয়োজিত বার্ড ফ্লু বিষয়ক কর্মশালায় বলেন খুব দ্রুত মানুষের কাছে এই সচেতনতা পৌঁছে দেওয়ার জন্য এনজিও কর্মীদের কোন বিকল্প নেই। তিনি আরো বলেন সরকারী-বেসরকারী প্রতিনিধি সহ সকলে মিলে এক যোগে কাজ করতে পারলে বার্ড ফ্লু প্রতিকার কোন কঠিন কাজ নয়। আর এই কাজটি করতে পারলে অদূর ভবিষ্যতে আর কোন পোলট্রি ব্যবসায়ীকে হতাশায় মাথায় হাত দিতে হবে না এটি জোর দিয়ে বলা যায়। তেমনি জোর দিয়ে বলা যায় "বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হাঁস ও মুরগী এবং এর ডিম আমাদের সকলের জন্যই নিরাপদ।"

ঘাসফুল বিএসএএফ নির্বাহী কমিটির সদস্য পুনঃনির্বাচিত

বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম (বিএসএএফ) এর নির্বাহী কমিটির সদস্য পুনঃনির্বাচিত হয়েছেন। গত ১৫ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে বিএসএএফ এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক সর্বসম্মতভাবে নেটওয়ার্কিং সংস্থা বিএসএএফ এর নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। উল্লেখ্য যে জনাব আফতাবুর রহমান জাফরী গত ১৯ আগস্ট ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএসএএফ-এর দ্বিবার্ষিক সম্মেলনে প্রথম মেয়াদের জন্য বিএসএএফ-এর নির্বাহী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন।

বীমা দাবী পরিশোধ

ঘাসফুল সঞ্চয় ও ঋণ কার্যক্রমের প্রায় শতভাগ সদস্যই মহিলা। উপকারভোগী মহিলারা আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে নিজেদের সম্পৃক্ত করে নিজের আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের পাশাপাশি পুরো পরিবারের ভাগ্যউন্নয়নে অবদান রেখে চলছেন। ফলে ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সদস্যদের উপর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের আর্থিক নির্ভরশীলতা তৈরী হয়। এমতাবস্থায় কোন উপকারভোগী সদস্য মারা গেলে তাঁর পরিবারকে ঋণ পরিশোধের অনিশ্চয়তার হাত থেকে রক্ষা করার বিধি হিসাবে ঘাসফুল ২০০৪ সাল থেকে ক্ষুদ্র ঋণের বিপরীতে বীমা পলিসি পরিচালনা করে আসছে। গত ৩ মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮) ঘাসফুল মাদারবাড়ী ২ শাখার ১ জন, মাদারবাড়ী ৪ শাখার ১ জন, নিয়ামতপুর শাখার ১জন, বহদ্দারহাট শাখার ২ জন, হালিশহর শাখার ১ জন, চৌধুরীহাট শাখার ১ জন, নজুমিয়াহাট শাখার ১ জন, আনোয়ারা শাখার ১জন এবং মাদারবাড়ী ৬ শাখার ১ জন, হালিশহর শাখার ১ জন, সরকারহাট শাখার ১ জন সহ মোট ১২ জন সদস্য মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। উল্লেখিত মৃত সদস্যদের নিকট ঘাসফুলের ঋণ স্থিতি ছিল ১ লক্ষ ৯ হাজার ২ শত টাকা। সমুদয় টাকা ঘাসফুল বীমা তহবিল হতে পরিশোধ করা হয়। পাশাপাশি সদস্যদের সঞ্চয়ের মোট ৩৭ হাজার ৮ শত ১৬ টাকা কোন প্রকার প্রত্যাহার ফি ছাড়া তাঁদের মনোনীত নমিনী বরাবর ফেরত দেওয়া হয়।

ঘাসফুল বহদ্দারহাট শাখার মৃত সদস্য প্রভা রাণী শীলএর মনোনীত নমিনি বরাবর বীমা দাবী ও সঞ্চয়ের অর্থ পরিশোধ করছেন সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তাবৃন্দ

কৈশোর মঞ্চের উপদেষ্টা মন্ডলীর সভা সম্পন্ন

(বামে ছবিতে) সভায় বক্তব্য রাখছেন ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব সাহিদুল ইসলাম টুলু, (ডানের ছবিতে) বক্তব্য রাখছেন ৩০ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর ইকবাল হাফিজ যুবরাজ

কিশোর কিশোরীদের জীবন দক্ষতা মূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভবিষ্যতের যোগ্য নাগরিক হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকা সমূহে কর্মকান্ড পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় নগরীর ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ডের কৈশোর মঞ্চের উপদেষ্টা মন্ডলীর সভা উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের আয়োজনে ২৯ ও ৩০ নং ওয়ার্ড কমিশনার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। ২৯ নং ওয়ার্ডে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন ২৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সাহিদুল ইসলাম টুলু, এম এ বাতেন কেজি স্কুলের অধ্যক্ষ আমেনা বাতেন, কদমতলী আলো সিঁড়ি ক্লাবের সভাপতি মোঃ শওকত আলী এবং কদমতলী জামে মসজিদের ইমাম মাওলানা আবু হানিফ, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক আনজুমান বানু লিমা প্রমুখ। ৩০নং ওয়ার্ডের সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩০নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জনাব ইকবাল হাফিজ যুবরাজ, বাংলাদেশ রেলওয়ে স্টেশন কলোনী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা জিন্নাত আরা, ইপিআই ফ্যাসিলেটেটর মোঃ জাহাঙ্গীর, মাওলানা আব্দুস সাত্তার, উদয় যুব সংঘের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক সীতা রাম দাশ প্রমুখ।

দাতা ও নেটওয়ার্কিং সংস্থা আয়োজিত প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনারসমূহে ঘাসফুলের অংশগ্রহণ

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক আয়োজিত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল পতেঙ্গা শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ নুরুজ্জামান ও পশ্চিম মাদার বাড়ী ৪ নং শাখার ব্যবস্থাপক প্রবাল ভৌমিক। ১৯-২৩ অক্টোবর ২০০৮ পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী পরিচালিত প্রশিক্ষণ পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

২৫ অক্টোবর হতে ২৬ অক্টোবর ২০০৮ তারিখ পর্যন্ত ২ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের শিক্ষা অফিসার তাসলিমা আক্তার। উন্নয়ন সংস্থা বর্ণালী আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ বর্ণালী প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ২৯ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক আয়োজিত কৃষিখাতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী ও সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল।

এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক ইনস্টিটিউট এবং টোকিও ডেভেলাপমেন্ট লার্নিং সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত ১ দিনের ভিডিও কনফারেন্স প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল, আবু জাফর সরদার, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক তাজুল ইসলাম, মোঃ সেলিম, টুটুল কুমার দাশ এবং হিসাব রক্ষণ ব্যবস্থাপক মোঃ জামাল উদ্দীন। ক্ষুদ্র ঋণ প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ বিষয়ক উক্ত কনফারেন্স গত ২৯ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে রাজধানী ঢাকার মহাখালীতে অবস্থিত ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ঘাসফুলের কর্মকর্তাবৃন্দ গ্লোবাল ডেভেলাপমেন্ট লার্নিং নেটওয়ার্ক জুলাই-অক্টোবর ২০০৮ এর আওতায় মাইক্রোফিন্যান্স ডিসট্যান্স লার্নিং কোর্সের এশিয়ান ডেভেলাপমেন্ট ব্যাংক ইনস্টিটিউট এবং টোকিও ডেভেলাপমেন্ট লার্নিং সেন্টার এর স্বীকৃত প্রশিক্ষক হিসাবে সনদ পত্র অর্জন করেন।

কেয়ার বাংলাদেশ আয়োজিত " AI আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ দক্ষতা বিষয়ক" ৩ দিন ব্যাপী প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ১ম ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুলের মনিটরিং অফিসার জহিরুল আহসান সুমন। ২য় ব্যাচে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল ফেনী শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ নাসির উদ্দীন। ৩- ১০ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণ রাজধানী ঢাকার ধানমন্ডিতে অবস্থিত কেয়ার স্টাফ হাউসে অনুষ্ঠিত হয়।

গত ৯-১৮ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে ব্র্যাক আয়োজিত প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল ইএসপি প্রকল্পের সংগঠক মোঃ আনোয়ার হোসেন। ব্র্যাক আয়োজিত উক্ত প্রশিক্ষণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বলে খ্যাত পার্বত্য জেলা রাঙ্গামাটির ব্র্যাক এর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) কর্তৃক আয়োজিত ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন ঘাসফুল পটিয়া কলারপোল শাখার ব্যবস্থাপক রিয়াজউদ্দীন, মধ্যম হালিশহর শাখার হিসাব রক্ষক মোহাম্মদ শাহাদাত, পশ্চিম মাদার বাড়ী ৪ নং শাখার মোঃ আবুল হাসনাত এবং কুমিল্লা পদুয়ার বাজার শাখার ঋণ কর্মকর্তা মোঃ আব্দুল মালেক। ১৭-১৮, ২০-২৩ ডিসেম্বর ২০০৮ পর্যন্ত পরিচালিত প্রশিক্ষণ সমূহ ইপসা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়।

অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে ঘাসফুল পরিবার

ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে তৈজষ সামগ্রী বিতরণ করছেন ঘাসফুল কাট্টলী শাখার ব্যবস্থাপকসহ অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

ঘাসফুল কাট্টলী শাখার আওতাধীন কর্মএলাকার ১০৬ নং সমিতির উপকারভোগী সদস্য শামছুন নাহার, হনুফা বেগম ও ঝর্ণা দাস এর পরিবার গত ২১ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে সংগঠিত ভয়াবহ অগ্নিকান্ডে প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছে। ফৈজদার হাট সংলগ্ন পাক্কার মাথায় ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের উপকারভোগী দলের মহিলা সদস্যরা গত বেশ কিছু বছর ধরে স্থায়ী ভাবে বসবাস করে আসছে। বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট, সিগারেটের আগুন অথবা অন্য যে কোন কারণে উক্ত অগ্নিকান্ড সংগঠিত হতে পারে বলে ধারণা করা হয়। অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা প্রায় সর্বস্ব খুইয়ে এক প্রকার খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। নিঃস্ব মানুষগুলোকে দৈনন্দিন জীবন যাপন পরিচালনায় সাহায্য করার জন্য ঘাসফুল দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা তহবিল হতে ৩ টি পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের তৈজষ সামগ্রী প্রদান করা হয়।

তৃণমুলের মাঝে ঘাসফুল চেয়ারম্যানের সেলাই মেশিন বিতরণ

তৃণমুলের নারীর হাতে সেলাই মেশিন তুলে দিচ্ছেন ঘাসফুল চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণ (ছবিতে বাঁ থেকে দ্বিতীয়) সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

ঘাসফুল সেলাই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী নারীরা যাতে ঘরে বসেই আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নিজেকে জড়িত করতে পারে সেই লক্ষ্যে বিভিন্নরকম কর্মকান্ড পরিচালনা করা হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ঘাসফুল চেয়ারম্যান শামছুন্নাহার রহমান পরাণ গত ২৫ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে দুঃস্থ নারীদের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণের পাশাপাশি তৃণমূল পর্যায়ের ১৫ জন শিশুকে বিভিন্ন রকম উপহার সামগ্রী প্রদান করেন। সমাজের বঞ্চিত নারীরা যাতে নিজেকে আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে জড়িত করতে পারে এবং তৃণমূল শিশুদের খতনা সম্পন্ন হওয়ার পর তাদের মাঝে জীবন গঠনের নব-উদ্দীপনা সৃষ্টির লক্ষ্যে লায়ন্স ক্লাব অফ চিটাগাং পারিজাত এলিটের উপদেষ্টা শামছুন্নাহার রহমান পরাণের উদ্যোগে উক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে আরোও উপস্থিত ছিলেন লায়ন গর্ভণর এস এম ইসহাক (পিএমজেএফ), লায়ন ভাইস গর্ভণর শাহ এম হাসান (এমজেএফ), ট্রেজারার লায়ন জাহাঙ্গীর, লায়ন এইচ এম কপিল উদ্দীন, লায়ন সামা সেলিম, ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য হাফিজুল ইসলাম নাসির, ঘাসফুলের সহকারী পরিচালক মারুফুল করিম চৌধুরী, আবেদা বেগম ও ঘাসফুল এডুকেয়ার কেজি স্কুলের ভাইস প্রিন্সিপাল হুমায়রা কবীর চৌধুরী প্রমুখ।

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর) তার ডিজাইনকৃত আয়নার প্রধান গ্রাহক। কিন্তু নিজের কাছে সে রকম কোন সঞ্চয় ছিলনা যার মাধ্যমে সে বিউটি পার্লার প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। পরিবারিক খরচ মিটিয়ে নতুন ধরনের কর্মকান্ডে পুঁজি বিনিয়োগ করার মতো অবস্থা কবিতার ছিলনা। ২০০৭ সালে কবিতা ঘাসফুল ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সদস্য হয় এবং ঘাসফুল থেকে ৬ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে খুব ছোট আকারের একটি বিউটি পার্লার প্রতিষ্ঠা করে। বিউটি পার্লার প্রতিষ্ঠার কারণে কবিতার ঘোদাইকৃত আয়নার চাহিদাও বেড়ে গেল। কারণ বিউটি পার্লারে আগত তরুণীরা কবিতার শিল্পিত কারুকার্যে মুগ্ধ হয়ে কয়েক ধরনের ডিজাইন সম্বলিত আয়নার অর্ডার দিত। দুটি প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি পরিচালনার ফলে দুটি প্রতিষ্ঠানই কল্পনাতীত লাভের মুখ দেখতে থাকল। এর পরে ২য় ও ৩য় দফায় কবিতা ঘাসফুল থেকে মোট ৫০ হাজার টাকা ঋণ নেয়। এই ঋণের টাকা দিয়ে কবিতা রাঙ্গা বিউটি পার্লার (রেজিঃ নং ৪৯৫৬৬) এর শ্রীবৃদ্ধি করার জন্য ডেকোরেশন সামগ্রী ক্রয় করে এবং মনের মাধুরী মিশিয়ে বিউটি পার্লারকে সাজিয়ে তুলেন । কবিতা উচ্ছাস প্রকাশ করে বলেন "ঘাসফুল সমিতির সদস্য হওয়ার পর থেকে আমার দুটি প্রতিষ্ঠানের গতিশীলতা অভাবনীয় ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে"। সাফল্যের মূল মন্ত্র জানতে চাইলে কবিতা উল্লেখ করেন ঘাসফুল সাপ্তাহিক সমিতি মিটিং এর কথা। সমিতি মিটিংএ আগত নারীরা নিজেদের সাফল্য, সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে মত বিনিময় করেন। এই সব আলোচনার মধ্যে দিয়ে কবিতা সাফল্যের জন্য আরো অধিক পরিশ্রম করার অনুপ্রেরণা লাভ করে। এই অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত কবিতা ভবিষ্যতে একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলার স্বপ্ন দেখছেন। ঘাসফুলের সহযোগিতা ও পরামর্শে কবিতা নিজের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের বহুমুখী করণের পাশাপাশি বিভিন্ন রকম সমাজ সচেতনতা মূলক কর্মকান্ডে নিজেকে নিয়োজিত রাখে। উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করা ২ সন্তানের জননী কবিতার সামাজিক ক্ষমতায়ন এলাকার সর্বস্তরের নারীদের সাফল্যের জন্য একটি অনুকরণীয় হয়ে থাকবে। কবিতার মতো নারীদের সাফল্যই ডঃ মোহম্মদ ইউনুসের নোবেল বিজয়ের যথার্থতা প্রমানের জন্য সবচেয়ে বড় উদাহারণ। লেখক : উন্নয়ন কর্মী, ঘাসফুল

২য় প্রতিবন্ধী মেলা

(১ম পৃষ্ঠার পর) মাহফুজুল হক চৌধুরী, বর্ণালী চেয়ারম্যান সরোজ কান্তি দাশ এবং সিএসডি এর সাধারন সম্পাদক মোস্তফা কামাল যাত্রা। প্রেস ক্লাব থেকে শুরু হওয়া র‍্যালী ও জেএমসেন হল মাঠে প্রতিবন্ধীদের অংশগ্রহনে নাচ, গান, নাটক প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশু ও কিশোর-কিশোরীরা আনন্দঘন একটি দিন অতিবাহিত করে। চট্টগ্রামে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের নিয়ে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা সমূহের নির্বাহী প্রধানগণ ও প্রতিনিধিবৃন্দ মেলার স্থলে দিন অতিবাহিত করেন। ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জরুরী আলোচনা সভায় আগত অতিথিদের নিয়ে মেলার বিভিন্ন ষ্টল পরিদর্শন করেন। এবং প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নে আরো ব্যাপক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য মেলা সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে মত বিনিময় করেন।

শোক প্রকাশ

প্রতিবন্ধী উন্নয়ন সংস্থা সেন্টার ফর ডিজঅ্যাবল কনসার্ন সিডিসির নির্বাহী পরিচালক ও চিটাগাং সোসাইটি ফর ডিজঅ্যাবল (সিএসডি) প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট ক্রীড়া লেখক সেলিম নজরুল গত ১৫ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে মাথায় রক্তক্ষরণ জনিত কারণে মৃত্যু বরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তাঁর মৃত্যুতে চট্টগ্রামের সকলস্তরের মানুষের মাঝে শোকের ছায়া নেমে আসে।

ঘাসফুল সাধারণ পরিষদ সদস্য নাজনীন রহমান নিলুর মাতা মিসেস মমতাজ বেগম (৮৩) গত ২৪ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে ঢাকা গ্রীণ লাইফ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর উপজেলার পারিবারিক গোরস্থানে মরহুমাকে দাফন করা হয়।

ঘাসফুল সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুলের পিতা জনাব এনামুল হক চৌধুরী গত ৩১ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে সকাল ১০ টায় নিজগৃহে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)। তিনি দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছিলেন। ফেনী জেলার ছাগলনাইয়া উপজেলার দক্ষিণ মন্দিয়া গ্রামের পারিবারিক কবরস্থানে মরহুমকে দাফন করা হয়।

ঘাসফুল এর ছোঁয়ায় বদলে গেল নিগারের জীবন

বন্দর নগরী চট্টগ্রামের চকবাজারের খাসিয়ার পাড়ায় বসবাসরত দম্পতি যুগল আব্দুর রহিম ও নিগার। ২০০৪ সালের এক কুলক্ষণে সন্ধ্যায় রহিম বাসায় ফিরে এসে নিগারকে জানাল তার সৌদিয়া পরিবহন গ্যারেজের চাকুরি চুক্তির কথা। নিগারের মাথার উপর যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। দ্বিতীয় সন্তান প্রসবের কক্ষি সামলে উঠার আগেই এই ধরনের দুঃসংবাদ নিগারের কাছে মোটেই প্রত্যাশিত ছিলনা। রহিমের চাকুরিই ছিল তাদের পরিবারের আয়ের এক মাত্র উৎস। কিছু দিন আগেও যে পরিবারটিতে ছিল নতুন শিশুকে নিয়ে আনন্দের বন্যা, মুহূর্তেই তা নিমিষ হয়ে গেল। রহিমের সামান্য কিছু জমানো টাকা দিয়ে তারা কোনো রকম জীবন যাপন করতে লাগল। মনের দুঃচিন্তা দুর করার জন্য নিগার পাড়া প্রতিবেশীদের সাথে নিজের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করত। এরই মধ্যে প্রায় ব্যক্তিগত ভাবে নিগারের সাথে পরিচয় হয় পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ঘাসফুলের মাঠ কর্মী মোহম্মদ এরশাদের সাথে। পরিচয়ের সূত্র ধরে ঘাসফুল কর্মী নিগারকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার জন্য পরামর্শ ও উৎসাহ প্রদান করতে লাগল। ঘাসফুল কর্মীর পরামর্শ মোতাবেক নিগার ২০০৫ সালে ঘাসফুল সমিতির সদস্য হয় এবং প্রথম দফায় ঘাসফুল থেকে ৭ হাজার টাকা ঋণ নেয়। ঋণের টাকা এবং রহিমের জমানোর টাকা নিগার পূর্ব পরিকল্পনা মোতাবেক নেট দিয়ে জালি ব্যাগ বানানোর ফর্মা (জালি ব্যাগ বানানোর যন্ত্র) ক্রয় করে নিয়ে আসে। শুরু করে ব্যাগ উৎপাদনের কাজ। নিগার সারা দিন ঘরে বসেই ব্যাগ তৈরী করত এবং রহিম তৈরীকৃত ব্যাগ সমূহ নিজেদের মহল্লার বিভিন্ন দোকানে সরবরাহ করতো। অতি অল্প সময়েই এই দম্পতির তৈরী কৃত পণ্যের সুনাম চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সাথে সাথে তাদের ব্যাগের চাহিদাও দিন দিন বাড়তে লাগল। একটি মেশিনের উৎপাদনের মাধ্যমে চাহিদা অনুযায়ী ব্যাগ সরবরাহ করতে গিয়ে নিগারকে হিমশিম খেতে হতো। অর্ডার অনুযায়ী ব্যাগ সরবরাহ করতে গিয়ে অনেক সময় নিগারকে সারারাত কাজ করতে হতো। কিন্তু এই পরিশ্রম নিগারের কাছে আনন্দময় মনে হতো। একটি মেশিনের উৎপাদিত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে নিগার পরিবারের ব্যয় মেটানোর পাশাপাশি প্রতিমাসে ঘাসফুলে নূন্যতম পক্ষে ১ হাজার টাকা সঞ্চয় করতো। নিগারকে পেয়ে বসল বেশী পরিমাণে ব্যাগ উৎপাদনের নেশায়। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিগার দ্বিতীয় দফায় ঘাসফুল থেকে ১০ হাজার টাকা ঋণ নেয়। ঋণের টাকার সাথে সঞ্চয়ের টাকার সমন্বয় ঘটিয়ে নিগার আরো দুটি মেশিন ক্রয় করে এবং এবং ৪ জন মহিলা শ্রমিক নিয়োগ করে। এই পর্যন্ত নিগার ঘাসফুল থেকে ৩৭ হাজার টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে। ঋণের পুরো টাকা দিয়ে নিগার শুধু মাত্র ৪ টি মেশিন ক্রয় করেছে। অনুষাঙ্গিক অন্যান্য খরচ এবং কর্মী বাবদ ব্যয় সমূহ নিগার ব্যাবসার লাভের অংশ থেকে ব্যয় করে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য মাত্র ৪ বৎসর আগে যে মহিলাটি সংসারের ভরণ পোষণের চিন্তায় ভেঙ্গে গিয়েছিল বর্তমানে সে মহিলাটি নিজেকে একজন ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা থেকে মাঝারি মানের উদ্যোক্তায় পরিণত করেছে। নিগারের ব্যাবসায়ীক সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে তার অনেক আত্মীয় ও প্রতিবেশী ব্যবসার প্রসার ঘটানোর জন্য পুঁজির সরবরাহ দিতে লাগল। বর্তমানে এই মহিলা উদ্যোক্তার নগরীর মুরাদপুরে একটি কারখানা রয়েছে। এই কারখানায় বর্তমানে ১৮ জন পুরুষ এবং ৭ জন নারী শ্রমিক দিন রাত (শিফটিং) কাজ করছে। পাশাপাশি ১০ জন হকার আছে যারা ব্যাগ সরবরাহের কাজে নিয়োজিত থাকে। সরবরাহকারী শ্রমিকরা অবশ্য নিগারের কারখানায় খন্ডকালীন শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। নিগার জানায় বর্তমানে তার কারখানার উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩৫০ ডজন। ঘর ভাড়া, বিদ্যুৎ বিল, শ্রমিকের বেতন সব কিছু মিটিয়ে প্রতি ডজনে ২ টাকা হারে দৈনিক প্রায় ৭০০ টাকার অধিক নীট মুনাফা অর্জন করে। মাত্র ৫ম শ্রেনী পড়ুয়া নিগার এখন স্বপ্ন দেখে তার ২ সন্তানকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার। ঘাসফুলের আর্থিক ও পরামর্শ সহায়তার কথা বলতে গিয়ে নিগার বলেন " ঘাসফুল আমাকে স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন দেখিয়েছে, ঘাসফুলের ছোঁয়ায় পরিবর্তন হয়েছে আমার ভাগ্যের, যার উপর ভর করে আমি নতুন দিনের স্বপ্ন দেখি।"

কবিতার স্বপ্নের পরিধিকে বিস্তৃত করল ঘাসফুল

আত্মপ্রত্যয়ী ও শৈল্পিক মানসিকতার এক নারী কবিতা চন্দ। পৈত্রিক নিবাস সিলেটের শ্রীমঙ্গলে। কিন্তু বাবার কর্মস্থল ঢাকায় হওয়াতে তাদের ৫ বোন ও ১ ভাই মা-বাবার সাথে ঢাকায় বসবাস করতো। ছোট কাল থেকেই ছবি আঁকা তথা সৃষ্টিশীল যে কোন কাজের প্রতি কবিতার প্রবল আগ্রহ ছিল। প্রায় শখের বশেই কিশোরী কবিতা ঢাকায় বসবাসরত বিহারী এক মহিলার কাছ থেকে স্কিন প্রিন্ট ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনের কাজ শিখেছিল। বিয়ের পরে কবিতা স্বামী আশীষ চন্দ্রের সাথে চট্টগ্রাম চলে আসে এবং নগরীর ৩৬৫ নবাব সিরাজউদ্দোলা রোডে বসবাস শুরু করে। কবিতার স্বামী পেশায় ছিলেন এক জন ঠিকাদার। কিন্তু বার বার লোকসানের ফলে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন খারাপ হতে থাকল। পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে স্বামীর পাশাপাশি কবিতা নিজেকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত করার জন্য মনস্থির করে। নিজের শিল্পসত্তাকে পেশা হিসাবে বেছে নিয়ে কবিতা শুরু করল স্টেইন গ্লাস ও ইন্টেরিয়র ডিজাইনের ব্যবসা। স্বামী-স্ত্রী দুজন মিলে যৌথ প্রচেষ্টায় গড়ে তুলে স্যাম্পস নামের একটি প্রতিষ্ঠান (রেজিঃ নং- ২৩০১৬)। রঙ তুলি, স্প্রে গান, গ্লাস, কম্প্রেসার, স্টীকার পেপার এই সমস্ত উপকরণ দিয়ে তৈরী আয়নায় খোদাই করা নকশা সমূহ সত্যিই আকর্ষণীয়। নকশা তৈরীর ক্ষেত্রে কবিতা সব সময় নতুনত্বের উপর জোর দিয়ে থাকে। ফলে কবিতার তৈরীকৃত পণ্যের চাহিদাও যথেষ্ট। প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে ব্যবসা শুরু করলেও কবিতা আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেনি। সমস্যা অনুসন্ধান করতে গিয়ে কবিতা বুঝতে পারলো শুধু মাত্র আয়না ক্রয় করার জন্য সর্বসাধারণ বিশেষ করে রমণীরা খুব একটা তার দোকান মুখো হচ্ছে না। সাধারণত মহিলারাই এই ধরনের পণ্যের প্রধান ক্রেতা। তাই কবিতা সব সময় আরো ভিন্ন ধরনের আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার কৌশল নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতো। যাতে মহিলারা অন্য কোন প্রয়োজন মেটানোর খাতিরে তার দোকান পরিদর্শন করতে আসে। কবিতার বিশ্বাস ছিল তার নিজ হাতে তৈরী নকশা সমূহ দেখলে মহিলাদের অবশ্যই পছন্দ হবে এবং প্রয়োজন না হলেও শখের বশেও অনেকে ক্রয় করবে। শুধু মাত্র প্রয়োজন তার প্রতিষ্ঠানে রমণী ও কিশোরীদের আনাগোনা বৃদ্ধি করা। কবিতা মনে মনে স্থির করল তার বর্তমান প্রতিষ্ঠানের পাশে আরেকটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করবে, যে প্রতিষ্ঠানের প্রধান গ্রাহক হবে নারীরা। কবিতার এই ধরনের মনোভাব জানতে পেরে পিকেএসএফের উন্নয়ন সহযোগি সংস্থা ঘাসফুলের এক মাঠ কর্মী কবিতাকে একটি বিউটি পার্লার প্রতিষ্ঠা করার পরামর্শ দেন। এই পরামর্শ কবিতারও খুব মনে ধরল। কারণ বিউটি পার্লারের গ্রাহক হবে সৌন্দর্য পিয়াসী মহিলারা। এরাই আবার হবে (৫ম পৃষ্ঠায় দেখুন)

প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের নিয়মিত কার্যক্রম

এক নজরে গত তিন মাসের (অক্টোবর -ডিসেম্বর'২০০৮) ঘাসফুল প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগের কার্যক্রম সমূহ:

সেবার খাত	সেবার পরিমাণ
ক্লিনিকাল সেবা	৩২৩ জন শিশু সহ মোট ১৮৫৯ জন রোগীকে ২৩ টি স্থায়ী ক্লিনিক সেশন এবং ৩৯ টি স্যাটেলাইট ক্লিনিক সেশন এর মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়েছে।
টিকা দান কর্মসূচী (ইপিআই)	মোট টিকা গ্রহনকারীর সংখ্যা ১১৩৫ জন। এর মধ্যে মহিলা গ্রহীতার সংখ্যা ৩১১ জন এবং শিশু গ্রহীতার সংখ্যা ৮২৪ জন।
পরিবার পরিকল্পনা	১৭৯৬ জন মহিলা এবং ৩১৩ জন পুরুষসহ মোট গ্রহীতার সংখ্যা ২১০৯ জন। এদের মধ্যে ৩২৫ জন ইনজেকশন, আইইউডি ১৫ জন, ইসিপি ৭০ জন এবং কনডম ৩১৩ জন এবং পিল ১৩৮৫ জন।
নিরাপদ প্রসব	ঘাসফুলে প্রজনন স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত ১৫ জন প্রশিক্ষিত ধাত্রীর তত্ত্বাবধানে ১৯০ জন নবজাতক নিরাপদে পৃথিবীর আলোর মুখ দেখেছে। তার মধ্যে ৯৯ জন ছেলে শিশু এবং বাকী ৯১ জন মেয়ে শিশু।
গার্মেন্টস স্বাস্থ্য সেবা	কর্মএলাকার ২৯ টি গার্মেন্টস এর নারী ও পুরুষ শ্রমিক সহ মোট ৫৯৯৯ জন শ্রমিককে স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করা হয়েছে।

* গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রনালয়ের আওতায় স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ সামগ্রী এবং শিশুদের জন্য পুষ্টি জাতীয় খাদ্য বিতরণ প্রকল্পের আওতায় বিগত ৩ মাসে (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮) ঘাসফুল কর্মএলাকার ৭ জন পুরুষ, ৩০৫ জন মহিলা ও ৭২ জন শিশু সহ মোট ৩৮৪ জনকে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা, ব্যবস্থা পত্র প্রদান এবং প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহ করা হয়।

শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি

(৮ম পৃষ্ঠার পর) অধিকার শীর্ষক সেমিনার", "মতবিনিময় সভা", "শিশু কিশোরদের অংশগ্রহনে চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা" ও "পুরস্কার বিতরণী সভা"। সাহিত্যিক মুশতারী শফির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিশু অধিকার শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ প্রফেসর ধরণী কান্ত বিশ্বাস। চট্টগ্রাম জেলার শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা জিএম আব্দুস সালামের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া সেমিনারে অন্যান্যদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল নির্বাহী পরিচালক আফতাবুর রহমান জাফরী। চট্টগ্রামে শিশু অধিকার বিষয়ে কর্মরত উন্নয়ন সংস্থা সমূহের সমন্বয়ে গঠিত অন্তর নেটওয়ার্ক সহ অন্যান্য উন্নয়ন

সংস্থার উদ্যোগে পরিচালিত কর্মকান্ড সমূহে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের শিশুরা ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে অংশগ্রহণ করে। সপ্তাহব্যাপী পরিচালিত কর্মসূচীর শেষ দিনে ২০ অক্টোবর ২০০৮ তারিখে কন্যা শিশু দিবস পালিত হয়। ঘাসফুলের উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডের মধ্যে ছিল বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম কর্তৃক পরিচালিত হেলপ লাইন টেলিফোন সার্ভিস টোল ফি করণের জন্য স্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান। দরিদ্র-বঞ্চিত যে কোন শিশু বিপদাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হলে সে সব শিশুদের তাৎক্ষণিক সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বিএসএএফ হেলপ লাইন সার্ভিস কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

মহান বিজয় দিবস পালিত

(১ম পৃষ্ঠার পর) কিশোর সমাবেশ, মার্চপাষ্ট ও ডিসপ্লে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ অংশগ্রহণ করে। মার্চপাষ্ট ও ডিসপ্লে এর দুটি শাখায় (ছোট ও বড় গ্রুপ) মোট নয়টি প্রতিষ্ঠানকে পুরস্কৃত করা হয়।

বিজয় দিবসের প্রতিযোগিতায় ডিসপ্লেরত ঘাসফুল শিক্ষার্থীরা

ছোট গ্রুপের ডিসপ্লেতে ঘাসফুল এনএফপিই স্কুলের ৯৫ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এবং ঘাসফুল ৩য় স্থান অধিকারের গৌরব অর্জন করেছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় কমিশনার জনাব হোসাইন জামিল বিজয়ী শিশুদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে ঘাসফুল পরিচালিত এন.এফ.পি.ই. স্কুলের শিক্ষিকাবৃন্দ, শিক্ষাবিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ সহ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুলের শিক্ষা অফিসার আলো চক্রবর্তী ও তাসলিমা আক্তার।

জাতীয় কৃষি দিবসের ভাবনা

(১ম পৃষ্ঠার পর) ১৪ এপ্রিল তথা ১লা বৈশাখকে বাংলা সনের গণনা শুরু করার তারিখ নির্দিষ্ট করা হয় বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। সেই থেকে ১লা বৈশাখ বাঙ্গালী নববর্ষের প্রথম দিন হিসাবে গণ্য হয়ে আসছে। বৈশাখে শুরু হয় বাংলা নববর্ষের যাত্রা। কিন্তু বাস্তবতার বিবেচনায় ১লা অগ্রহায়ণই বাংলাদেশের শতকরা ৮০ ভাগ জনগোষ্ঠীর জন্য বৎসরের প্রথম দিন। নতুন ফসলের আগমণী বার্তায় কৃষাণ-কৃষাণীর মনে বয়ে যায় আনন্দের হিল্লোল। অগ্রহায়ণ দিয়েই শুরু হয় পুরনোকে বিদায় দিয়ে নতুনের আগমনী বার্তা। নতুন ফসলের আগমনের সাথে সাথে আমাদের প্রকৃতিতেও শুরু হয়ে যায় পালাবদলের গান। অগ্রহায়ণের এই দিনটিকে বাঙ্গালী জাতি এলাকাভেদে বিভিন্ন ভাবে পালন করে আসছে। কিন্তু জাতির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দিবসগুলির ন্যায় ১লা অগ্রহায়ণকে রাষ্ট্রীয় ভাবে পালন করা শুরু হয়েছে ১৪১৫ সাল থেকে। দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার লক্ষ্যে দেশে সরকারী ও বেসরকারী ভাবে বিভিন্ন রকম প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। তারই ধারাবাহিকতা ধরে কৃষি খাতে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা বৃদ্ধি ও জনগনের মাঝে কৃষি কাজে উৎসাহ সৃষ্টি করা এই দিবসটি পালনের অন্যতম তাৎপর্য। কর্ম এলাকার জনগনের মাঝে কৃষি কাজে উৎসাহ সৃষ্টি এবং স্থানীয় কৃষকদের মাঝে কৃষি কাজে নিত্য নতুন কৌশলের ধারণা সমূহ প্রদান করার লক্ষ্যে গত ২২ ডিসেম্বর ২০০৮ তারিখে ঘাসফুল পল্লীতথ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে চট্টগ্রাম জেলার হাটহাজারী উপজেলার গুমান মর্দন ইউনিয়নের বৌদ্ধ কিয়াং প্রাঙ্গণে কৃষি শিবিরের আয়োজন করা হয়। এই শিবিরকে ঘিরে স্থানীয় জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক সাড়া লক্ষ্য করা যায়। ক্যাম্পে স্থানীয় কৃষকদের মাঝে বিনা মূল্যে করলা, চিচিঙ্গা, মূলা সহ বিভিন্ন রকম শাক সবজীর বীজ বিতরণের পাশাপাশি স্থানীয় কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করা হয়। দিন ব্যাপী পরিচালিত শিবিরে আগত কৃষকদের বিভিন্ন রকম সমস্যা ও প্রতিকার নিয়ে আলোচনা করেন কৃষিবিদ মোঃ তফাজ্জল হোসেন, মোঃ মনির হোসেন সহ হাটহাজারী উপজেলার উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা প্রতিভা বৈষ্ণব, প্রদীপ শীল, মোঃ তাজউদ্দীন প্রমুখ। ঘাসফুলের উপ-পরিচালক মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত শিবিরে স্থানীয় গন্যমান্য ব্যক্তি, জনপ্রতিনিধি সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন ঘাসফুল সহকারী পরিচালক আবু জাফর সরদার এবং ভি.নেট প্রতিনিধি মোঃ মোশারফ।

মেয়ের পাতা

ঘাসফুল বার্তা

বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৮

ঘাসফুলের আয়োজনে বার্ড ফ্লু বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, USAID, AI.COMM এর যৌথ উদ্যোগে বাংলাদেশে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জায় (বার্ড ফ্লু) আক্রান্ত জেলা সমূহে কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ২০০৮ সালের নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে পরিচালিত এই কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ। কেয়ার বাংলাদেশের সহযোগিতায় ও ঘাসফুলের আয়োজনে ফেনী জেলার কর্মশালা গত ১৯ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে ফেনী সদর উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। ঘাসফুল সহকারী পরিচালক লুৎফুল কবির শিমুলের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া উক্ত কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন ফেনীর জেলা প্রশাসক জনাব সাইফুল্লাহ মকবুল মোরশেদ। ফেনী সদর উপজেলার সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব আমির আব্দুল্লাহ মোঃ মঞ্জুরুল করিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মশালার সমাপনী পর্বে উপস্থিত ছিলেন কেয়ার বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জনাব নাজমী আলী খান এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপক জনাব আইয়ুব খান। ফেনী জেলার সোনাগাজী, দাগন ভূঁইয়া, ফুলগাজী, পরশুরাম, ছাগলনাইয়া উপজেলার পশু সম্পদ কর্মকর্তাবৃন্দ, স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, সাংবাদিক, পেশাজীবি, আইনজীবি, স্কুল শিক্ষক, ধর্মীয় নেতা, পোল্ট্রি ব্যবসায়ী সহ অন্যান্যদের মাঝে আরো উপস্থিত ছিলেন উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুল, অপকা এবং কোস্ট ট্রাস্ট প্রতিনিধি। এরই ধারাবাহিকতা ধরে চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাই, ফটিক ছড়ি, রাউজান, হাটহাজারী ও পটিয়া উপজেলার প্রশিক্ষণ গত ২২ নভেম্বর ২০০৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয় ঘাসফুল প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন সংস্থার প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। ঘাসফুলের উপপরিচালক জনাব মফিজুর রহমানের স্বাগত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে শুরু হওয়া উক্ত কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম জেলার সহকারী পশু সম্পদ কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বোয়ালখালী উপজেলার পশু সম্পদ কর্মকর্তা জনাব মোঃ রেয়াজুল হক। বার্ড ফ্লু প্রতিরোধে ধারাবাহিকভাবে পরিচালিত প্রশিক্ষণ ও কর্মশালার সহায়কের দায়িত্ব পালন করেন ঘাসফুলের মনিটরিং অফিসার জহিরুল আহসান সুমন এবং ঘাসফুল ফেনী শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ নাসির উদ্দীন।

ঘাসফুল আয়োজিত ফেনী জেলার বার্ড ফ্লু বিষয়ক কর্মশালায় উদ্বোধন ঘোষণা করছেন ফেনীর জেলা প্রশাসক জনাব সাইফুল্লাহ মকবুল মোরশেদ

চট্টগ্রাম জেলার বার্ড ফ্লু বিষয়ক প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন চট্টগ্রাম জেলার সহকারী পশু সম্পদ কর্মকর্তা জনাব মোঃ ফরহাদ হোসেন

ফেনী জেলার কর্মশালার সমাপনী পর্বে বক্তব্য রাখছেন কেয়ার বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী জনাব নাজমী আলী খান

উপদেষ্টা মন্ডলী
ডেইজি মঈদুদ
হাফিজুল ইসলাম নাসির
লুৎফুন্নেসা সেলিম (জিমি)
রওশন আরা মোজাফফর (বুলবুল)

সম্পাদক মন্ডলীর সভাপতি
আফতাবুর রহমান জাফরী

সম্পাদক
শামছুন্নাহার রহমান পরাণ

নির্বাহী সম্পাদক
জহিরুল আহসান সুমন

সম্পাদকীয় পরিষদ
মফিজুর রহমান
আনজুমান বানু লিমা
লুৎফুল কবির চৌধুরী শিমুল

শিশু অধিকার সপ্তাহ ২০০৮ পালিত

সুখী-সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সমাজের সকল ক্ষেত্রে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বান

সুখী সমৃদ্ধ দেশ গড়ার প্রয়োজনে সমাজের সকল ক্ষেত্রে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির আহ্বানের মধ্যে দিয়ে পালিত হয়ে গেল আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সপ্তাহ-২০০৮। ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব অনুযায়ী প্রতিবৎসর অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার শিশু অধিকার দিবস এবং পুরো সপ্তাহ শিশু অধিকার সপ্তাহ পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে অনুস্বাক্ষরকারী অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ১৯৯৭ সাল থেকে শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হয়ে আসছে। এই বৎসর বেশ কিছু ধর্মীয় উৎসবের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪ অক্টোবর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত শিশু অধিকার সপ্তাহ পালিত হয়। "শিশু অধিকারে গড়ি, সুরক্ষিত পরিবেশ" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে উন্নয়ন সংস্থা ঘাসফুলের উদ্যোগে বিস্তারিত কর্মসূচী পালন করা হয়। কর্মসূচী সমূহের মধ্যে ছিল চিত্রাংকন, কবিতা আবৃত্তি, নাচ ও গানের আসর, স্থানীয় অভিভাবকদের মাঝে শিশু অধিকার রক্ষায় সচেতনতা গড়ে তোলার জন্য আলোচনা সভা প্রভৃতি। আলোচনা সভাসমূহে বক্তারা শিশুর যথাযথ বিকাশের জন্য সুরক্ষিত পরিবেশ গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, চট্টগ্রাম সপ্তাহব্যাপী কর্মসূচী পালন করে। কর্মসূচির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল "শিশু

(৬ষ্ঠ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী কর্তৃক আয়োজিত শিশু অধিকার সপ্তাহে শিশু অধিকার বিষয়ক সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখছেন শিশু একাডেমীর পরিচালক ডি.এম. আব্দুস সালাম

প্রকাশনা : ঘাসফুল, ১৩৬১ ডি টি রোড পশ্চিম মালারবাড়ী, ডিপিও বক্স : ১০৫৭, চট্টগ্রাম-৪০০০ ফোন : ৭১৪৫১৯, ফ্যাক্স : ২৫১০৩২৯, মোবাইল : ০১১৯৯-৭৪১১৬৬
ই-মেইল : ghashful@ghashful-bd.org ওয়েবসাইট : www.ghashful-bd.org